তারিখ ... 15 MAY 2009 ..
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

প্রথম আলো

বেসরকারি প্রাথমিক ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন বেতন

মূল বেতন ৩০০০-৩১০০, শতভাগ সরকার দেবে

শ্যামল সরকার ●

নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ শিক্ষকের বেতনবৈষম্য দূর করা হচ্ছে। এ জন্য অভিন্ন বেতনকাঠামো চালু করা হবে। আগামী জুলাই মাস থেকে নতুন বেতনকাঠামো চালু হবে বলে জানা গেছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মূল বেতন ধরা হবে তিন হাজার ১০০ টাকা এবং অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকদের তিন হাজার টাকা। এই মূল বেতনের শতভাগ দেবে সরকার। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

বেসরকারি প্রাথমিক ও কমিউনিটি বিদ্যালয়ের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি ও একই সময় ব্যয় করে শিক্ষকেরা ভিন্ন ভিন্ন বেতন পাচ্ছেন—এটা বৈষম্যমূলক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার হার ও মান বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। শিক্ষকেরা বেতন-ভাতার জন্য রাজপথে আন্দোলন করবেন আর সরকার শিক্ষার ওপর গুরুত্বের কথা বলবে, এই স্ববিরোধী নীতিতে এ সরকার বিশ্বাস করে না। এ জন্য বেতনবৈষম্য দূর করার পাশাপাশি সরকার মূল বেতনের শতভাগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী জানান, আগামী অর্থবছর থেকে যাতে নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যায় সে জন্য সরকার কাজ করছে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অতিরিক্ত ১৯ কোটি ৬৬ লাখ টাকা বেশি প্রয়োজন হবে। আগের খরচের সঙ্গে যোগ করলে এর পরিমাণ হবে মোট ৪১০ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

জানা যায়, দেশে ১৯ হাজার ৬৭৮টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এতে প্রায় ৮০ হাজার শিক্ষক-কর্মচারী কাজ করছেন। পাশাপাশি তিন হাজার ৭৭৮টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা নয় হাজার ৯৬৪ জন।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা দুই হাজার ৬০০ টাকা মূল বেতনের ৮০-৯৫ শতাংশ (শ্রেণীভেদে) এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা তিন হাজার টাকা মূল বেতনের ৮০-৯৫ শতাংশ সরকারি কোষাগার থেকে পেয়ে থাকেন। কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা পান মূল বেতন এক হাজার ২০০ এবং এক হাজার ৪৪০ টাকা।

বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা প্রথম পর্যায়ে ৮০ শতাংশ, চাকরি দুই বছর পূর্ণ হলে ৯০ শতাংশ এবং পাঁচ বছর পূর্ণ হলে ৯৫ শতাংশ হারে সরকারি কোষাগার থেকে পেয়ে থাকেন।

পক্ষান্তরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মূল বেতন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে ৩১০০-৬৩৮০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। আর প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের মূল বেতন ৩০০০-৫৯২০ টাকা। অথচ উভয় বিদ্যালয় একই পাঠ্যসূচি ও সময় অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এ ছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের শতভাগ ২০০৬ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে সরকারি কোষাগার থেকে দেওয়া হয়।